দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 17 JAN 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

016

'৭৩ অধ্যাদেশ পরিপন্থী উপায়ে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করা যাবে না

প্রফেসর মান্নান

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নান বলেছেন, ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের পরিপন্থী কোন উপায়ে বিশ্ববিদ্যালয় আর বন্ধ করা যাবে না। সন্ত্রাসী তৎপরতার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের যে কোন চক্রান্ত বুকের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে হলেও প্রতিহত করবো। সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ শিক্ষার

শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

প্রফেসর মান্নান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরিবেশ অব্যাহত রাখবো।

গতকাল সকালে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন লংঘনের প্রতিবাদে এবং শিক্ষার সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রক্ষার দাবীতে ছাত্র, শিক্ষক, অফিসার ও কর্মচারীগণের এক যৌথ সমাবেশে ভাষণ দানকালে তিনি একথা বলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার পরিবেশ পরিষদ এ সমাবেশের আয়োজন করে। গত ২৭ নভেম্বর থেকে দীর্ঘ ৫০ দিন সরকারী নির্দেশে অনির্ধারিতভাবে বন্ধ থাকার পর গতকালই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শুরু হয়।

দীর্ঘ ছুটির আমেজ কাটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস আবার মুখরিত হয়ে উঠেছে। ৫০ দিনের নিঝুম স্তব্ধতা শেষে ক্যাম্পাসে আবার প্রাণচ্যাঞ্চল্য ফিরে এসেছে। ক্লাস শুরুর প্রথম দিন হলেও গতকাল সব ক্লাসই অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতিও ছিলো স্বাভাবিক।

প্রফেসর মান্নান বলেন, একটি সার্বভৌম জাতীয় সংসদে ১৯৭৩ সালে গৃহীত "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ১৯৭৩" জাতির পবিত্র দলিল। সময়োপযোগী মনে না হলে একমাত্র সংসদই এর সংশোধন করতে পারে। কেউ এ অধ্যাদেশ লংঘন করতে পারে না।

গত ৫, ১২ ও ১৩ জানুয়ারী ক্যাম্পাসে সংঘটিত সন্ত্রাসী তৎপরতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসীদের কোন জায়গা নেই। হীন স্বার্থান্বেষী মহলের বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ষড়যন্ত্র যে কোন মূল্যে প্রতিহত করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখতে তিনি সমাবেশে ৪ দফা প্রস্তাব করেন। এগুলো হলঃ বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ১৯৭৩-এর পরিপন্থী কোন উপায়ে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ না করা, ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণ শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখা, যে কোন মূল্যে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী তৎপরতা প্রতিহত করা এবং বিশেষ কর্মসূচী নিয়ে সেশন জট দূর করা।

সমাবেশে প্রফেসর মান্নান ছাত্র নেতা মোস্তফা ফারুক ও আবেদ রাজাসহ গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি, সরকারী ও বেসরকারী সকল কলেজে আরও শিক্ষক নিয়োগ এবং অনুষ্ঠিতব্য বি, সি, এস, পরীক্ষার সময়সূচী পুনর্বিন্যাসের দাবী জানান।